R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৭

৬৬শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

প্রচণ্ড দাবদাহে গ্রামবাঙলা জ্বলছে ।। বাজারদর বাড়ছে

বিশেষ প্রতিনিধি : দুপুর হতে না হতেই গৃহস্থ ঘরে খিল দিচ্ছেন। গ্রামবাসী জলিতা শাকের সঙ্গে পান্তা ভাত খেয়ে জিরিয়ে নিচ্ছেন। রাখাল বালক নিরাপদ ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে গবাদি পশুর ওপর নজর রাখছে। চাষী বহু কষ্টে পেঁয়াজের জমিতে আগাছা পরিষ্কার করে ঘরে ফিরছেন জ্বলে-পুড়ে। পুকুর শুকিয়ে আসছে, টিউবওয়েলগুলো অকেজো হয়ে পড়ছে। মাঠ-ঘাট-শহর-বাজার খাঁ খাঁ করছে। শহরের রাস্তা জনশূন্য। সরকারী অফিসগুলিতে হাজিরা উল্লেখযোগ্য নয়। দুপুরে কোথাও যাওয়ার নাম শুনলে লোকে চমকে উঠছে। এক কথায় পক্ষকাল ধরে প্রচণ্ড দাবদাহে গ্রামবাঙলা জ্বলছে। কালবৈশাখীর সাক্ষাৎ নাই। চৈত্র মাসে মাত্র একদিন কালবৈশাখী হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে তিনদিন—কোথাও ছিটেফোঁটা কোথাও বা মুষলধারে। একেবারে বর্ষাকালের মত। দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি বর্ষা নেমে গেল। কিন্তু কয়েকদিন কাটতে না কাটতেই বোঝা গেল গরমের দাপট। খরা গ্রাস করল গ্রামবাংলাকে। যে কোন দিন দুপুরে বেরোলে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। নিয়মরক্ষার জন্য বাসগুলো চলছে—তবে প্রায় ফাঁকা। একেবারেই যাঁদের না বেরোলে নয়, তাঁরাই শুধু দুপুরে বাসে যাতায়াত করছেন।

সুযোগ বুঝে বিদ্যুৎও ডুব মেরেছে। সুপরিচিত লোডশেডিং সবাইকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। এখন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। শুরু হয়েছে ৮ এপ্রিল থেকে। অসহায় এবং নিরুপায় পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে গলদঘর্ম হয়ে। এরই মধ্যে এসেছে চড়ক পুজো, নববর্ষ প্রভৃতি উৎসব। তালপাতার ধুমে ভাটা পড়েছে। খরা, বাজারদর বৃদ্ধি এবং গ্রামবাঙলায় কাজের অভাব দেনা শোধের পরিস্থিতি হয়েছে। লোকের হাতে পয়সা নাই, রোজগারের সুযোগ নাই, কেনাকাটার সামর্থ নাই—তবুও বাজারদর বাড়ছে তো বাড়ছেই। এই কয়েকদিনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বহুগুণ। শাক-সব্জি, তরিতরকারীর দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক। সবাই বলছে, দাম নাকি আরো বাড়বে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত টানা বিয়ে-পৈতা-অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উৎসব বাজারদর আরো বাড়বে।

জেলায় চাষের লক্ষ্যমাত্রা স্থির

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৮০-৮১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুরনো জাতের ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শস্য পর্যায় স্থির, সুষম সার ব্যবহার করার ব্যবস্থা, ঠিক সময়ে চাষের উপকরণ সরবরাহ, সেচের সুযোগ সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিবিড় চাষ প্রকল্প প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এ মাস থেকে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ উন্নয়ন সমষ্টি থেকে পৃথক হওয়ার দরুণ গ্রামসেবকেরা চলে যাচ্ছেন উন্নয়ন সমষ্টিতে। নতুন ব্যবস্থায় নতুন কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের গ্রামসেবকদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকার পুনর্গঠিত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচী চালু করতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন মহকুমা কৃষি আধিকারিক, কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক প্রমুখ। এই কর্মসূচীতে মিনিকিট প্রদর্শনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের অধিক ফলনশীল ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা হবে।

১৯৮০-৮১ সালে জেলা মুখ্য কৃষিকরণ থেকে ফসল উৎপাদনের চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে আউশ উচ্চফলনশীল এক লক্ষ একর, দেশী ১,৬০,০০০ একর আমন উচ্চ ফলনশীল ১,৮০,০০০ একর, দেশী ২,৭০,০০০ একর, বোরো ৬০ হাজার একর গম ৩২০,০০০ একর, যব পঁচিশ হাজার, তৈলবীজ ১,০৫,০০০ ডালশস্যের মধ্যে মুগ দশ হাজার, কলাই পঁচিশ হাজার, ছোলা পঁচাশি হাজার, মসুর আশি হাজার, খেসারি পঁচাশি হাজার এবং মটর আট হাজার, আখ কুড়ি হাজার, আলু বাইশ হাজার, সবজি বাইশ হাজার এবং পাট ১,৮০,০০০ হাজার একর।

সূতির গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

অরঙ্গাবাদ, ১১ এপ্রিল—গতকাল দুপুরে সূতি থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসানপুর গ্রামটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়েছে। জানা গেছে, রান্না করার সময় একজন গ্রামবাসীর উনুন থেকে আগুনের হলকা ঘরের ছাউনিতে লাগলে বাড়ীটি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। জলের অভাবে ওই আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং নিমেষের মধ্যে গ্রামটিকে গ্রাস করে। গ্রামের ৬০/৭০টি বাড়ীর মধ্যে দু' চারটি পাকা বাড়ী বাদে সমস্ত ভস্মীভূত হয়। কয়েকটি গবাদি পশু ছাড়া প্রাণহানির কোন খবর পাওয়া যায়নি। পঞ্চায়েত প্রধান এবং এম এল এ ভস্মীভূত গ্রামটি পরিদর্শন করেন। সরকার থেকে ত্রিপল এবং খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। গ্রামটিতে এখন শ্মশানের নীরবতা বিরাজ করছে।

রহস্যজনক মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ এপ্রিল—গতকাল রাজমহল থেকে রঘুনাথগঞ্জ থানার গদাইপুর গ্রামে উন্মাদ হিসেবে দৈব চিকিৎসার জন্য আগত এক সুদর্শন যুবক জলে ডুবে মারা গেছেন। গ্রামবাসী সূত্রে প্রকাশ, এই মৃত্যু রহস্যজনক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গতকাল সকালে ওই যুবককে নিয়ে তার দুই পিসতুতো ভাই ও বাবা গদাইপুরে আসেন। যুবকটি বিবাহিত এবং এক সন্তানের জনক। উন্মাদ যুবকটিকে হাত-পা বেঁধে স্নান করানোর নামে জলে ডুবিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। ফলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর পর গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে আগন্তুকদের ঘিরে ধরেন। মৃতের বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নির্বাক হয়ে যান। পরে মৃত যুবকটির শরীর থেকে জল বের করার বহু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন ফল হয়নি। পরে মৃত ছেলেটির বাবা তার দেহ নিয়ে ঘোড়শালায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি চলে যান।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৭।

১৩৮৭

'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো'। কবি তোমায় দেখিয়াছেন দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীরূপে; তুমি যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট। 'বাষ্প প্রাণের আবর্জনা' পুড়াইয়া ফেলার আগুন জ্বালিতে তুমি বদ্ধপরিকর; 'চৈত্রের চিতাভস্ম' উড়াইয়া তুমি 'ধূসর ধূসর রুক্ষ', 'উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' তোমার। যে 'বিষাণ ভয়াল' তোমার মুখে, তাহাতে যত অন্যায় অসত্যের হৃদকম্প জাগে।

নূতনের দূত বৈশাখ! মাঠ-ঘাট-প্রান্তর-দিগন্ত জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইতেছে। মাটির বুকে জাগে মরুতৃষা। প্রকৃতি যেন এক লেলিহান চিতাগ্নি। তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে তাহু-তাপ, ধরাইতে অঙ্গজ্বালা। 'ত্রাহি ত্রাহি' রবের মাঝেও তুমি অনিবার্য ও নিষ্করুণ। কিন্তু তোমার এই বাহ্য আচরণের আড়ালে আছে করুণার দাক্ষিণ্য। একদিকে শুনি তোমার ধ্বংসের হুঙ্কার, অন্যদিকে সৃষ্টির আশীর্বচন।

কি পাইয়াছি, কি পাই নাই, তাহার হিসাব-নিকাশ চাহি না। যাহা পাইলাম, তাহাতেই কি পরিতৃপ্ত? আরও পাইলে ভাল হইত। 'তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে'। যত প্রাপ্তি, ততই আকাংখার প্রবৃত্তি। উভয় পক্ষ সমান হয় না।

ছিয়াশি সালের 'কান্না-হাসির দোল দোলান' যাহাকে আর মনের গভীরে ঠাঁই দিই না; কিংবা 'চৈত্র দিনের ঝরাপাতার পথে / দিনগুলি মোর কোথায় গেল' - বিরহার্তির প্রশ্ন নাই। পুরাতন বিদায় লইয়াছে; নবীনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, সঞ্চার করিতেছে আগামী দিনের কত আশা, কত আকাংখা। 'হৃদয় কাননে কত শত আশালতা শুখায় মরিল' খেদোক্তি নয়; অনাগত অপেক্ষমাণ, তাহার দ্বার উদ্ঘাটিত, তাহারই প্রতীক্ষা। আনন্দ ও দুঃখদৈন্যের মর্মজ্বালা কিংবা স্নিগ্ধশান্তির শান্তিবারি যাহাই ঘটুক, বৈশাখ আশার এক কল্পলোক।

সাতাশি সালের পরিক্রমায় প্রথম পথিক তুমি বৈশাখ। তোমায় অভিনন্দন জানাই। তুমি সুখাবহ বা দুঃখাবহ যাহাই হও, তোমাকে বরণ করি। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক এবং মহকুমার গ্রাম-গঞ্জের সমস্তরের মানুষকে নব-বর্ষের আন্তরিক প্রীতি-সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

চাঁদা তুলেও পুজো হয়নি

১৯ মার্চ সংখ্যায় চাঁদা তুলে পুজো হয়নি শীর্ষক চিঠিটি পড়লাম। চিঠিতে বলা হয়েছে, এবছর সরস্বতী পুজোতে ছাত্রদের নাকি বিদ্যালয় চত্বর পাওয়া যায়নি। এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা ছাত্ররা পুজোর জন্য শিক্ষক মশাইদের জানালে তাঁরা পিছু হটেন। তাঁরা নবীনবরণ উৎসব হবে বলে ছাত্রদের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছেন। যার ফলে অনেকেই আর এগিয়ে আসেনি। এ বৎসর প্রতিটি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে চুয়ান্ন টাকা পরীক্ষা ফি বাবদ আদায় করে বাদবে উনপঞ্চাশ টাকার হিসাব দেওয়া হয়। বাকি ছ' টাকার মধ্যে দু' টাকা পুজোর চাঁদা বলে উল্লেখ করা হয়। সরস্বতী পুজোর কোন বাজেট বা নিয়মানুগ কমিটি কোন বৎসর করা হয় না। জানি না শিক্ষক মশাইরা কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে উপদেশ ও উৎসাহ যোগান, যার ফলে এ বৎসর পুজো ও নবীনবরণ উৎসব কিছুই হল না। উলটে ছাত্রদের অনগ্রসরতার অজুহাত দেখান হয়েছে। স্মরণ আছে কি না জানি না, এ বৎসর দু'জন ছাত্রের মুখ্য প্রচেষ্টাতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সরস্বতী পুজো না হওয়াতে আমরা সত্যিই ক্ষুব্ধ হয়েছি। —চারজন ছাত্র, বালিয়া হাই স্কুল।

(২)

১৩ ফেব্রুয়ারীর জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত "চাঁদা তুলেও পূজো হয়নি" শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ মার্চ তারিখের কাগজে বালিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে সাংবাদিককে "নগ্ন ও বন্য সাংবাদিকতা যা সভ্যতার সাংবাদিক হবার কষ্ট পরিকল্পনার প্রয়াস বই তো নয়" বলে বর্ণনা করেছেন এবং আরও বলেছেন "বেরিয়ে আসুন......তাঁকে চ্যালেঞ্জ।" এর উত্তরে কোনও কথা বলা যায় না। কেন না বলতে গেলেই লোকে বলবে উন্মাদ। সাংবাদিকরা সাধারণতঃ খবর জোগাড় করে সত্য কিন্তু চারিদিকে যদি মিথ্যা খবর প্রচার করা হয় তবে কি করে বুঝবে কোনটা প্রকৃত? 'শিক্ষকরা উৎসাহ ও উপদেশ দেন মাত্র', কিন্তু কেমন উপদেশ দেন যে ছাত্ররা নগ্ন ও সভ্যতার রীতিনীতি বহির্ভূত তথা বাইরে প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করে না? ওই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার আগে আমি যখন স্কুলের কাছের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম, তখন কয়েকজন ছাত্র (তার মধ্যে কিছু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীও ছিল) এই নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিল যে, চাঁদা তুলেও পুজো হল না। এখন কি করে বুঝব যে, সভ্যতার যুগে মিথ্যা কথা বলাটাও একটা অভিনব ফ্যাশন? তবে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি, খবরটা একেবারেই মিথ্যে নয়। প্রধান শিক্ষক নিশ্চয়ই জানেন, একটা মিথ্যে খবর বারবার প্রচার করলে তা সত্যে পরিণত হয়। —সংবাদদাতা

বাঙালার পয়লা বৈশাখ ও বিস্মৃত ঐতিহ্য

অজিতেশ কৌশাম্বি

নববর্ষ আর নিউ-ইয়ার্স ডে, বাংলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দে যথাক্রমে ১লা বৈশাখ ও ১লা জানুয়ারী, বেড়াতো দু'টো বছরে, বাঙালী বাবু সমাজে এক আশ্চর্য্য সহাবস্থানে, নিত্যনৈমিত্তিক বাঙালীবাবুর ভুলে যাওয়া বাংলা মাস ও তারিখ (এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলা সন) সবশেষে পয়লা জানুয়ারীতে বাড়ীতে সখ করে কেনা কেক, গ্রিটিংস্ কার্ড ও ব্যালুন চার্চে বেড়ানোর পরে বড় জোর পয়লা বোশেখে হালখাতায় নেমন্তন্ন সারা ও মিষ্টি খাওয়া পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। বৃক্ষ রোপণ, জলদান, পুকুর কাটা বা প্রতিষ্ঠা করা, ব্রতব্রত অনুষ্ঠান, নতুন বছরে দীন-দুঃখীদের খাওয়ানো ও বস্ত্রদান করা—জমিদারী শাসন-শোষণের গণ্ডি পেরিয়ে, যে লোকাচার লৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান আমাদের গ্রাম-জীবনে পয়লা-বোশেখের পবিত্রতা এনে দিতো তা ক্রমেই একটি বিস্মৃত ঐতিহ্যে পর্য্যবসিত! দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর গ্রাম বাংলায় আকাল, বন্যা, মহামারীর প্রাক্কালে গ্রামের পাততাড়ি গুটিয়ে জমিদাররা শহরবাসী হলেন; সেখানে (গ্রামগুলিতে) যে ছিবড়েটি অবশিষ্ট রইলো তা আত্মসাৎ করলো দালাল-ফড়ে-আড়তদার ও জোতদার মহাজনের চক্র। বস্তুতঃ এদের হাত ধুয়েই হবা পয়সার মতো পয়লা বোশেখ বছরে একবার আসে—হালখাতা করা, লোক নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো এবং কিছু স্ফূর্তি করা শুধু এ সবের মধ্যে দিয়েই পালিত হয় বাংলা নব বর্ষ! সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে, পরিবর্তিত মূল্যবোধে, লোকাচার ও লোকসংস্কৃতি আজ কিছু যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কারে পর্য্যবসিত। শহরে শিক্ষিত সমাজেও যে আজকাল নিউ-ইয়ার্স ডে-প্রীতি বাড়ছে তাই নয় এমন কি সুদূর মফঃস্বলেও মধ্যবিত্ত বাঙালীরা ১লা জানুয়ারীতে অনেক দাম দিয়ে কেক কিনে খাচ্ছেন, গ্রিটিংস্ কার্ড পাঠাচ্ছেন, পিকনিক করছেন অথবা কোথাও ঘটা করে দলে দলে বেড়াতে যাচ্ছেন! গত পাঁচ-ছ-বছরে এ প্রবণতা যেমন প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে অন্যদিকে বিয়ে-অন্নপ্রাশন-পৈতে-শ্রাদ্ধ ছাড়া খুব কম বাঙালীই আজকাল বাংলা সন-তারিখ নিয়ে মাথা ঘামান; বড় জোর পাঁচশে বৈশাখটা একটু মনে রাখেন। এটা যে শুধু মাত্র ইংরেজ প্রীতি বা ইংরেজী কালচারের ফলশ্রুতি তাই বা বলি কিভাবে? স্বাধীনতার পরে দু-দশক তো এ রকমটা ছিল না—তাছাড়া ইংরেজী কালচারের জায়গা তো দখল করেছে ইয়াংকি কালচার! দুঃখ এটাই যে বাংলা নব-বর্ষের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে শুধু বাঙালী দোকান প্রতিষ্ঠান-গুলি। আসলে বাঙালী জীবনে ঐতিহ্য ভুলে যাওয়ার কারণ ঘটেছে এক বিচিত্র 'হুজুগ' আমদানীর ফলে। যে কারণে আজকের বাঙালী মধ্যবিত্তরা পয়লা জানুয়ারীতে কেক কেনা, বেড়ানো বা পিকনিক করতে যাওয়া, ঠিক সেভাবেই সে মাতে কালী-দুর্গা-সরস্বতী পুজোর হিড়িকে— চাঁদা আদায়ে, মাইক-প্যাণ্ডেল আলোর প্রতিযোগিতায়, অথবা তারকেশ্বর দেওঘরে পয়ে হেঁটে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার মধ্যে, শনি পুজায়! আর ঠিক এভাবেই আমরা আমাদের বাংলা নব-বর্ষের ঐতিহ্য ভুলেছি।

পণ বর্জনের আহ্বান

সাগরদিঘি, ১৫ এপ্রিল—৪—৬ এপ্রিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাদেশিক কর্মী বৈঠকে সর্বভারতীয় সেবাব্রতী ডঃ প্রাণেশনারায়ণ চক্রবর্তী পণ বর্জনের আহ্বান করে বলেন, "পণ নেব না, পণ দেব না, পণ নিয়ে যে অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানে যাব না—আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।" বৈঠকে মুর্শিদাবাদ জেলার দশজন প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈঠকে অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে আসাম সমস্যাও আলোচিত হয়।

আবৃত্তি সংস্থার আবৃত্তি

তিরিশে মার্চ বহরমপুর শক্তি মন্দির ক্লাব প্রাঙ্গণে অমৃতকুম্ভ নামে এক আবৃত্তি সংস্থা তাঁদের পঞ্চম আবৃত্তি আসরের আয়োজন করেন আহ্বায়ক দিলীপকুমার ভৌমিক ও অভিজিৎ সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহরমপুরের পাঁচজন প্রবীণ আবৃত্তিকার অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করে একজন শিশু আবৃত্তিকার ঋতিকা সোম চৌধুরী। সংস্থার সভ্য অনির্বাণ দাস ও শাশ্বতী রায়চৌধুরীর যৌথ আবৃত্তি সকলের মনে দাগ কাটে। অন্যান্যদের আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে।

অনুমোদনের আগে অভিযোগ

সাগরদিঘি ১৬ এপ্রিল, সাগরদীঘি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ্যাডভাইসারী কমিটি স্কুল ইনসপেকটরের অনুমোদন লাভের প্রাক্কালে অভিভাবকদের স্বাক্ষর সম্বলিত এক অভিযোগপত্র দাখিল হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে স্বেচ্ছামত একটি কমিটি গঠন করেছেন। সুতরাং আবার আইনগতভাবে কমিটি নির্বাচন করা হোক—এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়েছে।

সুতির গ্রামে ডাকাতি

অরঙ্গাবাদ, ১৭ এপ্রিল—সুতী থানার বহুতালি অঞ্চলের গোপালনগর গ্রামের ষষ্ঠীচরণ মণ্ডলের বাড়ীতে গতকাল রাত্রে এক সশস্ত্র ডাকাতি হয়ে গেল। সোনা, বাসন এবং নগদে প্রায় হাজার দশেক টাকার সম্পদ ডাকাতরা অপহরণ করে। গ্রামের লোকজন ডাকাতদের হাতবোমের সামনে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। বোমের শব্দে সমস্ত অঞ্চল যখন সচকিত তখন এই অঞ্চলের কাদোয়া পুলিশ বীট হাউসের প্রহরীরা ঘুমে অচেতন ছিলেন বলে অভিযোগ।

ইউকোর বদান্যতা

পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এবং ডকটরেট ডিগ্রী বিষয়ে পড়াশোনার জন্য মাসিক ২৫০ টাকার বৃত্তি যার নাম ইউনাইটেড কমারসিয়াল ব্যাঙ্ক বৃত্তি যেটা জগদীশ বসু ন্যাশন্যাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ দিয়ে আসছেন—সেটার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। তার কারন ঐ ব্যাঙ্ক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে তিরিশ হাজার টাকার মত ডোনেশন বাড়িয়েছে। এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদার টেরেসাকে, দুঃস্থদের হাসপাতালে অবৈতনিক শয্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দেবার জন্য ঐ ব্যাঙ্ক নাগরিক কমিটির হাতে ১২ হাজার টাকার ডোনেশন তুলে দিয়েছেন। —প্রাপ্ত

শিশু প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘি পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা দপ্তরের উদ্যোগে শিশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫ জন শিশু প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। প্রত্যেককে পারিতোষিক দেওয়া হয়।

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ
চন্দ্র-মালতী (R)
(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং এ, এল ৩২৫-এম)
নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
(ফোন—১৬

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
মেশার বাস সার্ভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

TENDER NOTICE

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2911 (ii) from class-I of I. & W. D. and bonafide outsider for works on the right bank of river Ganga as detailed below by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

Name of work.

1. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. D3 at Brahmangram-Hazarpur reach Rs. 5,94,351/-, Rs. 11,887/-
2. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. U3 & U1 at Brahmangram-Hazarpur reach, Rs. 4,43,547/-
3. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. 8 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 3,54,827/- Rs. 7,097/-
4. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. D1 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 2,21,775/- Rs. 4,436/-
5. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. E11 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 1,36,019/- Rs. 2,720/-
6. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. E4 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 6,20,966/- Rs. 12,419/-
7. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. E2 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 4,87,902/- Rs. 9,758/-
8. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. N1 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 2,66,128/- Rs. 5,323/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars are available from above office upto 5-00 P M (Saturday upto 1-00 P. M) Last date of application for purchasing tender from 16-4-80 upto 1-00 P. M. Last date of receipt of tender form 19-4-80 upto 1-00 P. M.

Sd/S. K. Dey
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

গ্রন্থাগার সম্মেলন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ৩৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত মিলেনিয়াম হলে আগামী ২-৪ মে, ১৯৮০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। ২ মে অপরাহ্ন ৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। ৩৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ক) পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণ এবং খ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মান নির্ধারণ। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে গ্রন্থাগারকর্মী ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ উপস্থিত থাকবেন। —প্রাপ্ত

জগদ্বন্ধু জন্মোৎসব

শ্রীপাদ কুঞ্জদাসজী প্রতিষ্ঠিত ডাহাপাড়া শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু ধামে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্ব রেলওয়ের 'ডাহাপাড়া ধাম' ষ্টেশনে রেল কর্তৃপক্ষের বিশেষ আদেশ অনুযায়ী জন্মোৎসবের কয়দিন (২২ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল) কামরূপ এক্সপ্রেস বাদে সমস্ত ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ে দাঁড়াবে। এর ফলে দেশ-বিদেশের ভক্তবৃন্দ ও শ্রীশ্রীবন্ধু সুন্দরের জন্মস্থান ও জন্মোৎসব দর্শনার্থীদের বিশেষ সুবিধা হবে। এ ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণও উৎসবের দিনগুলিতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ভোগ করবেন। —প্রাপ্ত

কপোত কপোতীর ফ্যাসাদ

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ এপ্রিল — কান্দী মহকুমা হাসপাতাল কোয়ার্টারের বাসিন্দা ছই কপোত-কপোতী তমাল দাস ও অপর্ণা ভট্টাচার্যকে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ বালিঘাটা থেকে উদ্ধার করেছে। বাড়ী পালিয়ে বিয়ে করে তারা বালিঘাটায় আশ্রয় নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক। আদালতে তারা রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ করেছে। কিন্তু অপরিণত বয়সে তারা কিভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল, পুলিশের মতে, তা নাকি রহস্যজনক।

খেলার খবর

২২ ও ২৩ মার্চ হুগলী জেলার চাপদানি পুরসভা মাঠে চতুর্থ বার্ষিক আন্তঃজেলা মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের অ্যাথলিটরা সাফল্যের নিদর্শন রাখে। মহিলা বিভাগে ঝরনা দাস সটপাটে ১ম ও ডিসকাসে ২য়, কৃষ্ণা দাস সটপাটে ৩য়, সুষমা ঘোষ হাইজাম্পে ৩য়, বালিকা বিভাগে বনানী দাস ডিসকাসে নিজস্ব নতুন রেকর্ড গড়ে প্রথম ও গীতা দাস সটপাটে ৩য় স্থান লাভ করে।

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ভলিবল প্রতিযোগিতায় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন ও খোজাপোড়া মিলন সমিতি রানার্স আপের সম্মান লাভ করে। মাত্র পাঁচটি ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

৬ এপ্রিল সকালে জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে জঙ্গিপুর পুরসভার প্রাথমিক ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে শেষ হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর বাদে পুরসভার এই সব ক্ষুদে অ্যাথলিটদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল।

করের বোঝা, ক্ষোভ

সাগরদীঘি, ১৬ এপ্রিল — গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে করের বোঝা বাড়ানোর জন্য সাগরদীঘি এলাকার গ্রামবাসীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এ বছর করের বোঝা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। অথচ সম্পত্তি বা ব্যক্তিকর ধার্য হয়নি। অনেক অক্ষম ব্যক্তির উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার উদাহরণ দিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা কর ধার্যের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করছেন।

পঞ্চায়েত করের ব্যাপারে কর আদায়কারীরাও ক্ষুব্ধ। ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁরা জানিয়েছেন, সব দিক দিয়েই তাঁরা অবহেলিত। পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কাজে যেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে, সেখানে কর আদায়কারীদের শতকরা পাঁচ টাকা কমিশন ছাড়া স্থায়ী কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয়নি। অথচ সামান্য মাইনের ব্যবস্থা করে সহজেই কিছু বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মির্জাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

পাণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কার্ডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।